TRAVEL SEASON
The best choice for world travel
TRAVEL SEASON

We sell cheap airline tickets anywhere in the world
Check for our latest fares:
0207 702 7399

SPECIAL OFFER
Dhaka RTN
£440 inc. tax
Subject to availability
Terms & Conditions apply

সম্মানিত হজ্ব ও ওমরা যাত্রীদের জন্য আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।
হজ্ব বুকিং নেয়া হচ্ছে।
আমরা আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, নো ভিসা ইত্যাদি কাজ করে থাকি।
আপনি কি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করতে চান?
তাহলে আর দেরী না করে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা অল্প সময়ে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে টাকা পাঠাতে সক্ষম।
আমরা ১৯৯৯ সাল থেকে আপনাদেরকে সেবা দিয়ে আসছি।

ট্রাভেল সিজন

62a Cleveland Way, London E1 4UF
T: 0207 702 7399
F: 0207 702 7399
M: 07985 116 074
E:travelseason@msn.com
www.travelseason.co.uk
Retailer agent for ATOL HOLDER

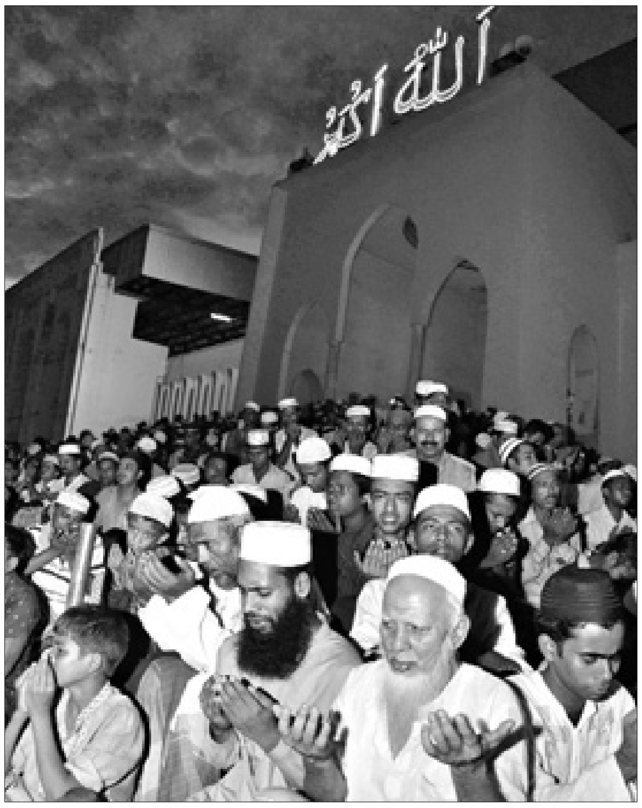

যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র শবেবরাত পালিত

এবাদত বন্দেগি ও জিকির আজগার এবং ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য পরিবেশে মঙ্গলবার রাতে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পবিত্র শবেবরাত পালিত হয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সারা রাত জেগে এই মহিমান্বিত রাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এবাদত করেন। অনেকে গতকাল নফল রোজাও রাখেন।

বায়তুল মোকাররমসহ নগরীর মসজিদে মসজিদে মুসল্লিরা এশার নামাজের পর থেকে নফল নামাজ আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, হামদ, নাত, ওয়াজ মাহফিল ও বিশেষ মুনাজাতের মধ্য দিয়ে রাতটি অতিবাহিত করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকাররমে কুরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত পরিবেশন, ওয়াজ মাহফিল এবং বিশেষ মুনাজাতের আয়োজন করে।

শবেবরাত উপলক্ষে মঙ্গলবার রাতে অনেকে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও গরিবদের মাঝে হালুয়া-রুটি বিতরণ করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতারসহ বেসরকারি চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করেছে। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় দৈনিকগুলোতেও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মঙ্গলবার রাতে আওয়ামী লীগ ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউর কার্যালয়ে বাদ জোহর কুরআন তেলাওয়াত এবং বাদ আসর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষে গতকাল রাত সাড়ে ৮টায় শেরেবাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করেন।

বেগম খালেদা জিয়া সেখানে ফাতেহা পাঠ করেন এবং জিয়াউর রহমানের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মুনাজাত করেন। পরে বিএনপি চেয়ারপারসন মাজার প্রাঙ্গণে জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলে শরীক হন।

ভারতের সাথে চুক্তি বাস্তবায়ন করতেই যুদ্ধাপরাধকে সামনে এনেছে সরকারঃ মওদুদ

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, ভারতের সাথে করা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে গেলে যাতে দেশে আন্দোলন গড়ে না ওঠে তা নিশ্চিত করতেই সরকার যুদ্ধাপরাধ ইসু সামনে এনেছে। দেশে এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে। সরকার রাজনীতিকদের ওপর দমনপীড়ন চালাচ্ছে।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আয়োজিত 'আইনের শাসন ও মানবাধিকার' শীর্ষক আলোচনা সভায় মওদুদ আহমদ এসব কথা বলেন।

মওদুদ আহমদ বলেন, সরকার ভারতের সাথে কী চুক্তি করেছে তা সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে সংসদে তুলে ধরেনি। ভারতের সাথে করা দেশবিরোধী চুক্তি বাস্তবায়ন করতেই যুদ্ধাপরাধ ইসু সামনে এনেছে সরকার। ওই চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে যাতে দেশে আন্দোলন গড়ে না ওঠে সে লক্ষ্যে বিরোধী দলের ওপর সরকার দমনপীড়ন চালাচ্ছে।

সরকার তার সীমাহীন ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই একেক সময় একেকটি ইসু সামনে নিয়ে আসছে। তারা কখনো যুদ্ধাপরাধ, কখনো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, সংবিধান সংশোধন ইত্যাদি ইসু সামনে এনে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

মওদুদ আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগ কখনোই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় রয়েছে বলেই দেশে এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে।

বিরোধী রাজনীতিকদের ওপর গুপ্তহত্যা, ধর্ষণ, ক্রসফায়ার ও পুলিশি নির্যাতন চলছে। ১৯৭২ সাল থেকে এটি শুরু হয়েছে। এজন্য দেশ বারবার সঙ্কটে পড়েছে।

ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, আওয়ামী লীগ অস্থির ও প্রতিহিংসার রাজনীতির চর্চায় অভ্যস্ত। এ কারণে আওয়ামী লীগ যত দিন ক্ষমতার ভেতরে-বাইরে থাকবে তত দিন এ দেশের প্রতিহিংসার রাজনীতির অবসান ঘটবে না।

অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এতে আরো বক্তব্য রাখেন, বিএনপি নেতা এম ওসমান ফারুক, সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন, ড্যাব নেতা ডা এ জেড এম জাহিদ হোসেন, শিক্ষক নেতা মাওলানা এম এ লতিফ প্রমুখ।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে সরকার প্রহসন শুরু করেছেঃ জামায়াত

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, সরকার তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের নামে প্রহসন শুরু করেছে। একটি প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে সরকার জামায়াতসহ ইসলামি আন্দোলনের ওপর আঘাত দিতে শুরু করেছে। জামায়াত নেতাদের রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যেই ট্রাইবুনালের প্রসিকিউশন সেল তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধসহ হত্যাযজ্ঞ চালানোর মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

তিনি বলেন, জামায়াতের কোনো নেতাই যুদ্ধাপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। একটি মহল পুরনো সংবাদপত্রের কাটিং, গল্পের বই পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা, ভিডিও চিত্রের ভিত্তিতে জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিহিত করে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ শীর্ষ নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ, জনসংযোগসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এ টি এম আজহার বলেন, প্রসিকিউশন সেলের প্রধান অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ জামায়াতের উল্লেখিত চার নেতার বিরুদ্ধে আল-বদর, আল-শামস ও রাজাকার বাহিনী গঠন করে হত্যাযজ্ঞ চালানোর যে অভিযোগ করেছেন তা মোটেই সত্য নয়। এসব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারি গোলাম ইসহাক খানের জারিকৃত একটি অধ্যাদেশের অধীনে। লোক নিয়োগ করা হয়েছিল স্থানীয় প্রশাসনের সিও, ওসি, পৌরসভার চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের তত্ত্বাবধানে হাটবাজারে ঢোল সহরাতের মাধ্যমে। প্রকাশিত সরকারি গেজেটে রাজাকার (আল-বদর ও আল-শামস) বাহিনীর সদস্য হিসেবে তালিকায় যেসব লোকের নাম আছে তাতে জামায়াত নেতৃবৃন্দের কারো নাম নেই। ওই সময় সংঘটিত কোনো অন্যায় কাজের জন্য জামায়াত নেতৃবৃন্দকে দায়ী করা প্রকৃতপক্ষে তাদের ওপর বড় ধরনের জুলুম ও অবিচার।

তিনি বলেন, জামায়াতের কোনো নেতৃবৃন্দই যুদ্ধাপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কাজেই তাদের তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে বিচার করার কোনো নৈতিক ও আইনগত সুযোগ নেই। তিনি দালাল আইনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই আইনে দুই হাজার ৮৪৮ জনকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং দুই হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। যে ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাদের মধ্যে জামায়াত নেতৃবৃন্দের কেউ ছিলেন না। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ক্ষমা ঘোষণার পরে অভিযুক্তদের মধ্যে যারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়ে এমন সবাই মুক্তি লাভ করেন। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য ছিল না। জামায়াতের কোনো লোকই ওই চারটি অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরে আওয়ামী লীগ সরকার আরো দেড় বছর ক্ষমতায় ছিল। ওই সময়ের মধ্যে জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হওয়া তো দূরের কথা, কোনো থানায় একটি জিডি পর্যন্ত করা হয়নি।

জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, কথিত যুদ্ধাপরাধ বা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিচারের যে প্রক্রিয়া দেশবাসী লক্ষ করছে তাতে মনে হচ্ছে ট্রাইবুনালের তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ, সরকারি কৌঁসুলি, বাদি, সাক্ষী সবাই একই সূত্রে গাঁথা এবং তাদের জামায়াতবিদ্বেষী মহল থেকেই বাছাই করা হয়েছে। যেভাবে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের খোঁজা হচ্ছে তাতে মনে হয় আসামিও পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করা হয়েছে। বিচারের নামে সরকার একটি প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে। এভাবে বিচারের নামে প্রহসনের নাটক করা হলে তা দেশ-বিদেশে কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মন্তব্য করে বলেন, সরকার যদি তাদের হটকারী তৎপরতা অব্যাহত রাখে তাহলে মহান আল্লার ওপর ভরসা করে আমরা এ জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন মোকাবেলা করার জন্য আইনি লড়াই চালিয়ে যাব এবং জনগণকে সাথে নিয়ে রাজপথে আমাদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করব। সেই সাথে দেশের সব দল, বিশেষ করে ইসলামি দল, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ছাত্র-শ্রমিকসহ শান্তিপ্রিয় দেশবাসীকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে আজ ২৯ জুলাই সারা দেশে বিক্ষোভ-সমাবেশ, ৩০ জুলাই শুক্রবার সারা দেশে দোয়া দিবস পালন, ৪, ৫, ৬ আগস্ট সারা দেশে সমাবেশ ও গণসংযোগ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির প্রতিবাদে এবং গ্যাস, বিদুৎ, পানি ও রমজানের পবিত্রতা রক্ষার দাবিতে ৮ ও ১০ আগস্ট সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম, ঢাকা মহানগরী সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ এমপি, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা এ টি এম মাসুম, অধ্যক্ষ ইজ্জত উলাহ, অ্যাডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার, ডা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের, কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ, ঢাকা মহানগরী সহকারী সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম বুলবুল ও মাওলানা আবদুল হালিম।

পাকিস্তানে বিমান বিধ্বস্তঃ নিহত ১৫২

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ১৫২ জন আরোহীর সবাই নিহত হয়েছেন। বেসরকারি এয়ারব্লু এয়ারলাইনসের বিমানটি প্রবল বর্ষণের মধ্যে করাচি থেকে যাত্রা করে ইসলামাবাদে অবতরণের কয়েক মিনিট আগে একটি পাহাড়ে বিধ্বস্ত হয়। খবর এএফপি, বিবিসি, দ্য নিউজ ও অন্যান্য সূত্রের।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, বিমানটিতে ১৪৬ জন যাত্রী ও ৬ জন ক্রু ছিলেন। স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ফ্লাইটটি ইসলামাবাদের উদ্দেশে করাচি বিমানবন্দর ছেড়ে যায়। বেনজির ভুট্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের মাত্র কয়েক মিনিট আগে বিমানের সাথে কন্ট্রোল টাওয়ারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানের পুলিশ জানিয়েছে, এয়ারব্লু এয়ারলাইনসের বিমানটি দু'টি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মারগাল্লা পাহাড়ে বিধ্বস্ত হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেহমান মালিক জানান, কেউ বেঁচে নেই। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিল, জীবিত পাঁচজনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। পরে এ খবর মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ এলাহি বলেন, 'কোনো জীবিতের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সবাই নিহত হয়েছে বলেই আমরা ধারণা করছি।'

মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র বলেন, নিহতদের মধ্যে দু'জন আমেরিকান। এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

খাদিম হোসেন নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের জানান, এ সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। আর বিমানটি খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, বিমানটি তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল এবং নিচের দিকে পড়ে যেতে থাকল। দুর্ঘটনায় বিমানটি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে এবং আগুনে ঝলসে যাওয়া লাশের অংশ দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বলে উদ্ধারকর্মীরা জানান।

ইসলামাবাদ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিন ইয়ামিন প্রাথমিক খবরে জানান, 'আমরা পরিপূর্ণ দেহ খুব কমই পেয়েছি। মূলত আমরা দেহের বিভিন্ন অংশ খুঁজে পাচ্ছি ও এগুলো ব্যাগে ভরছি।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা হাত দিয়ে ধ্বংসাবশেষ সরাচ্ছি। কিন্তু আগুন আর ধোঁয়া উদ্ধারকাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচেছ।' বিরূপ আবহাওয়ার কারণেও উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। ইতোমধ্যে তদন্ত কাজ শুরু হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পেছনে কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতা রয়েছে কি না তা অনুসন্ধান করা হবে। তবে কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, এখনো কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। ইতঃপূর্বে ২০০৬ সালে মুলতানে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের ফকার এফ২৭ বিমান বিধ্বস্ত হলে ৪৫ জন নিহত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিমান উড্ডয়ন রেকর্ড বেশ ভালো।